সংবাদ

তারিখ AUG 01 2006

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

শেকৃবি উত্তাল

ভাঙচুর, আগুন বিক্ষোভ

শেকৃবি সংবাদদাতা

ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের অপসারণ, সেমিস্টার ফি ও হল ভর্তি ফি কমানো, কোর্স ঘণ্টা সামঞ্জস্যকরণের দাবিতে গতকাল সোমবার ছাত্র আন্দোলনের ষষ্ঠ দিনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আবারও উত্তাল হয়ে ওঠে।

অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, মিছিল ও সমাবেশের মধ্য দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। উপাচার্যের বাসভবন ও তার ব্যবহৃত পাজেরো গাড়ি ভাঙচুর, প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে ভাঙচুর, প্রশাসনিক ভবন ও আবাসিক হলে অগ্নিসংযোগ, শিক্ষকদে

শেকৃবি : পৃঃ ২ কঃ ৫

শেকৃবি : উত্তাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শারীরিকভাবে লাঞ্ছিতকরণ, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং অবস্থান ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের পদত্যাগ, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত উপরেজিস্ট্রার ও উপাচার্যের ব্যক্তিগত সহকারীর (পিএস) অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানিয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল দশটায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করে। এ সময় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের সব রুমে তালা ঝুলিয়ে সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে রুম থেকে বের করে দেয়। উপাচার্যের কার্যালয়ের গেটে তালা দিয়ে ৪ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। অবস্থান ধর্মঘটে শিক্ষার্থীরা দুই ঘণ্টার মধ্যে তাদের দাবি মেনে নেয়ার জন্য স্লোগান ও সমাবেশে বক্তৃতা দেয়। কিন্তু বেঁধে দেয়া সময়সীমা পার হয়ে গেলে ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রশাসনিক ভবনের রেজিস্ট্রার ও উপরেজিস্ট্রারের (প্রশাসন ও সংস্থাপন) তিনটি রুম ভাঙচুর করে। এর পরেও দাবি মেনে নেয়ার ব্যাপারে প্রশাসন বা সিনিয়র কোন শিক্ষক এগিয়ে না এলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা উত্তাল হয়ে ওঠে। তারা গণহারে রুম ভাঙচুর করতে থাকে। প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয় তলায় শিক্ষার্থীরা ট্রেজারার কার্যালয়, অর্থ ও হিসাব শাখা এবং ক্যাশ শাখায় ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এ সময় শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন রুমের পর্দা টেনে ছিঁড়ে ফেলে ও তাতে-আগুন লাগিয়ে দেয়। ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবন থেকে একাডেমিক ভবনের দ্বিতীয় তলায় চলে আসে ও সেখানে প্রায় ১৫টি বিভাগে ভাঙচুরের তাণ্ডব চালায়।

এক পর্যায়ে সিনিয়র শিক্ষকদের কয়েকজন নিচে নেমে এসে তাদের আশ্বস্ত করে বলে তোমাদের সব দাবি মেনে নেয়া হয়েছে। এ কথায় শিক্ষার্থীরা কর্ণপাত না করে লিখিত কাগজ দেখাতে বলে শিক্ষকদের। কিন্তু শিক্ষকরা তা দেখাতে না পারায় শিক্ষার্থীরা এ ধরনের আশ্বাসকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে উপাচার্য প্রফেসর ড. এএম ফারুকের পদত্যাগের জন্য স্লোগান দিতে থাকে। শিক্ষার্থীরা উপাচার্যকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করে দুপুর সাড়ে বারোটায় তার বাসভবনের দিকে মিছিলসহ যেতে থাকে। উত্তেজিত শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের বাসভবনের প্রধান গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে গ্যারেজে রাখা পাজেরো (ঢাকা মেট্রো ঘ-১৪১৩৩১) ও অন্য একটি কার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। পরে তারা উপাচার্যের দোতলা বাসভবনে হামলা চালায়। এ সময় বাসায় অবস্থানরত উপাচার্যের পরিবারের সদস্যরা পেছনের দরজা দিয়ে দৌড়ে স্টোর রুমে আশ্রয় নেয়। ক্ষুব্ধ ছাত্ররা ভবনের প্রায় ২০০টি ফল ও ফুলের টব ভেঙে ফেলে। উপাচার্যের বাসভবন থেকে ছাত্ররা ফিরে আসার সময় পশুপালন বিভাগ সংলগ্ন তিন রাস্তার মোড়ে সিনিয়র এক ছাত্রনেতা শিক্ষার্থীদের সব দাবি মেনে নেয়া হয়েছে বলে একটি লিখিত কাগজ দেখান। কিন্তু সেখানে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কোন সই না থাকায় তারা আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে ছাত্র নেতাকে ধাওয়া করে। ধাওয়া খেয়ে ওই নেতা এটি প্রশাসনের প্রহসন বলে পাল্টা শিক্ষকদের ধাওয়া করে। এক পর্যায়ে ওই নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মো. সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া ও প্রভাষক মো. ওবায়দুল ইসলামকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করলে জুনিয়র শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ঘটে।